মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd November, 2019

SAVE WATER SAVE LIFE
STPF

November, 2019 Volume-V, Issue-IX 8 Pages, Rs. 2.00 Regd. No-WBBEN/2015/63375

শুভেচ্ছা

সুমধ্যমার সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ বিজয়া দশমী ও দীপাবলীর আন্তরিক শুভেচ্ছা।

—সম্পাদক।

বাংলায় ফের নোবেল

নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী এবং নোবেল জয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি-অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন এম আই টি-র অধ্যাপক অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী, একদা ছাত্রী এস্থার দুফলো। নয়া দিল্লিতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। দুনিয়া জুড়ে দারিদ্র্য দূর করার জন্য পরীক্ষামূলক পথের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার।

নির্বাচনের ফল

নয়াদিল্লি-মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে শিবসেনার সাহায্যে সরকার গড়তে হবে এবং হরিয়ানায় নির্বাচনের ফল ত্রিশঙ্কু। মহারাষ্ট্রে মোট আসন সংখ্যা ২৮৮। হরিয়ানাতে ৯১।

ভারত এগিয়ে

নয়াদিল্লি-বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেবে সহজে ব্যবসা করার মাপকাঠিতে ১৪ ধাপ এগিয়েছে ভারত। গত বছর ছিল ৭৭ স্থানে। এবার ৬৩ নম্বরে। কেন্দ্রের লক্ষ্য দেশকে ৫০-এ নিয়ে আসা।

ধুলো দিয়ে ধুলোকে

নয়াদিল্লি-খড়গপুরের আই আই টি-র প্রাক্তনী ধুলো মারতে ধুলো ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। দিল্লিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতে পারে।

গোলাবর্ষণ

জঙ্গি ডেরা ধ্বংস

নয়াদিল্লি-পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গোলাবর্ষণ করল ভারত। এই আক্রমণে পাক সেনা সহ জঙ্গি নিহত হয়েছে অন্তত ২০ জন।

শহরের সেরা ইভেন্ট সেরাম শারদবরণ ২০১৯

শহরের উত্তরে সেরা সমাজ বন্ধুর পুরস্কার হাতিবাগান নবীন পল্লীকে। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শহরে ইভেন্টের সংখ্যা নেহাত কম নয়। 'সেরাম শারদবরণ' একগুলো ইভেন্টের মধ্যে একটু স্বতন্ত্র। থ্যালাসেমিয়া ও এইডস-এর মত মারণ রোগকে প্রতিহত করার জন্য জনসচেতনতাকে উৎসবের আঙ্গিকে তুলে ধরা খুবই কঠিন কাজ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে আবদ্ধ শারদীয়া উৎসবকে সামনে রেখে 'সেরাম শারদবরণ'সে কাজটাই করে চলেছে। এই ইভেন্টটি তার নিজস্ব স্বকীয়তায় শ্রেষ্ঠ আসনটি দখল করে নিয়েছে।

কলকাতা শহরকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই চারভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া রয়েছে শহর হাওড়া।

এরপর ২-এর পাতায়

সোনালী রক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা-মানবদেহে রক্তের নতুন গ্রুপের হদিশ দিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি মানবদেহে একটি দুষ্প্রাপ্য রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার হয়েছে। সাধারণত মানুষের দেহে চারপ্রকার রক্ত পাওয়া যায়। সেগুলি হল এ, বি, এবি এবং ও। কিন্তু আবিষ্কৃত রক্তের গ্রুপটির নাম 'Rh-Null'। সমগ্র পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত এই নতুন গ্রুপের রক্ত রয়েছে মাত্র ৪৩ জনের দেহে। দুষ্প্রাপ্যতার কারণে 'Rh-Null' কে 'গোল্ডেন ব্লাড'ও বলা হয়। ১৯৬১ সালে এই নতুন গ্রুপটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিভাগ নির্বিশেষে সমস্ত রক্তই হচ্ছে অ্যান্টিজেন। মানুষের দেহস্থ কোষের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রকমের সুগার এবং প্রোটিন তৎসহ রক্ত কোষ থাকে। লোহিত রক্তকণিকায় নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের অনুপস্থিতিই রক্তের বিভাগকে সূচিত করে। পূর্বপুরুষদের বংশানুক্রমিক জিন থেকেই আসা অ্যান্টিজেনকে বিশ্লেষিত করা হয়।

লোহিত রক্তকণিকা, প্লাজমা এবং অ্যান্টিজেনের সমন্বয়ে তৈরি রক্তই মানুষের শরীরের শিরা ও উপশিরার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, যার গাণিতিক সংখ্যা হল ৩৪২। এই অ্যান্টিজেনই রক্তের বিভাগকে

এরপর ২-এর পাতায়

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিজয়া সম্মেলনী

বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যকে ফুল দিয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক প্রদীপ কুমার রক্ষিত। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রথাগত 'কোলাকুলি' বা 'করমর্দন' কোনোটাই নেই। রয়েছে শুধু মনের টান। আর সেই টানেই বিজয়া সম্মেলন হচ্ছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের। স্থান সেরাম অডিটোরিয়াম, শ্যামবাজার, তারিখ ১১ অক্টোবর, সময় সন্ধ্যা ৬টা। ঘড়ির কাঁটা ধরে সন্ধ্যা ছটাতেই উদ্বোধনী সংগীত শুরু করেন 'আমরা মহিলারা'-র শিল্পীরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিখ্যাত সঞ্চালক গৌতম সুন্দর। উদ্বোধনী সংগীতের পর একে একে সমস্ত আমন্ত্রিত শিল্পীরা তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। প্রত্যেক শিল্পীই অডিটোরিয়ামের শান্ত, সুন্দর, স্নিগ্ধ ও পবিত্র পরিবেশের তারিফ করেন। সংগীত পরিবেশন করেন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পী সুমিতা ভট্টাচার্য ও তনুশ্রী ভট্টাচার্য। গানে শ্রোতাদের মনকে আবিষ্ট করেছেন শিল্পী শ্রাবণী দাস ঘোষ। গীটারে লঘু সংগীতের সুরের মূর্ছনায় ভরিয়ে দেন পণ্ডিত স্বপন সেন। এছাড়া শিল্পী অরিন্দম আচার্য, শুভ্রা ঘোষ, সঞ্জয় চ্যাটার্জি, অভিষেক মিত্র, সুস্মিতা ঘোষ, ডাঃ নির্মাল্য ঠাকুর, অতীর চট্টোপাধ্যায়, শম্পা রায়, মায়া দাস এবং জয়ন্ত পাল-এর গান শ্রোতাদের মন জয় করে নেয়। আবৃত্তিতে ছিলেন দেবব্রত সরকার, অরুণাভ, মালবিকা মুখার্জি ও অন্যান্যরা। শিল্পীদের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের কলাকুশলীরাও অনবদ্য সঙ্গত করে গেছেন।

এরপর ২-এর পাতায়

ব্রিজ নিয়ে ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি-টালা ব্রিজ ভাঙা হলে এর সুদূরপ্রসারি প্রভাবকে ঠেকানোর বিষয়ে ভাবছে রাজ্য প্রশাসন। বিশেষ করে জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, কেবল, ইন্টারনেট ও যানবাহন ক্ষেত্রগুলোকে সামাল দেওয়া।

নিরাপত্তায় বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের নিরাপত্তার দেখভাল করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাজভবনের সুরক্ষাও তারাই দেখবেন।

পাহাড়ের ভার

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজীব সিংহকে জি টি এ এলাকা দেখভালের দায়িত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হতে চলেছে।

শহরে সুখোই

যুদ্ধবিমান সুখোই

নিজস্ব প্রতিনিধি-যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যাত্রীবাহী বিমান বন্দরকে ব্যবহার করার জন্য সুখোই বিমানকে কলকাতায় নিয়ে এসে ওড়ানো হল।

সম্মান জানাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি-মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নোবেলজয়ী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান জানাতে একটি সরকারি আবাসন এবং নিউটাউনে একটি রাস্তার নামকরণ করছে রাজ্য সরকার।

ছুটে ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি-ছট পুজো নিয়ে বিহারে সরকারি ছুটি দুদিন। এই বাংলায় ২ ও ৩ নভেম্বর ছটের ছুটি ঘোষণা হয়েছিল। সম্প্রতি ৪ নভেম্বরও ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলায় ছটে তিন দিন ছুটি।

পাশ-ফেল ফিরছে

নিজস্ব প্রতিনিধি-আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই রাজ্যে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পাশ ফেল প্রথা ফিরে আসছে। এই বিষয়ে সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ হবে। অকৃতকার্য পড়ুয়াদের জন্য থাকবে 'রেমিডিয়াল টেস্ট।' দুমাসের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের এই টেস্ট দিতে হবে।

এখানে – ওখানে

শহরের নোবেল প্রাপকরা

স্যার রোনাল্ড রস ১৯০২, চিকিৎসাশাস্ত্র

ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কার এবং মানবদেহে তার সংক্রমণ বিশ্লেষণের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩, সাহিত্য

গীতাঞ্জলী রচনার জন্য।

স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন ১৯৩০, পদার্থবিদ্যা

আলোক রশ্মির বিকিরণ সংক্রান্ত 'রামন এফেক্ট' আবিষ্কারের জন্য।

মাদার টেরিজা ১৯৭৯, শান্তি

অনাথ ও দরিদ্রদের সেবার জন্য।

অমর্ত্য সেন

১৯৯৮ অর্থনীতি, কল্যাণমূলক অর্থনীতি নিয়ে কাজের জন্য।

আরও এক ভারতীয়

কৈলাস সত্যার্থী ২০১৪, শান্তি

শিশুশ্রমিকতাবাদের বিরুদ্ধে এবং শিক্ষার অধিকারে লড়াইয়ের জন্য।

আরও এক বাঙালি

মুহাম্মদ ইউনূস ২০০৬, শান্তি

বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক মারফত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী নিয়ে কাজের জন্য।

সেরাম শারদবরণ ২০১৯

প্রথম পাতার পর

কলকাতা এবং হাওড়া মিলিয়ে প্রায় ৩৫০-এরও বেশি পুজো কমিটি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শেষে সপ্তমীর সকালে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১২৫টি পুজোর মধ্যে ২৫টি পুজোকে বেছে নেওয়া হয় চূড়ান্ত পর্বে।

এবার আসা যাক বিচার্য বিষয়ে। সেরা প্রতিমা, সেরা পুজো, সেরা সমাজবন্ধু এবং স্বল্প ব্যয়ে সেরা পুজো। পুজোর শুদ্ধ নান্দনিকতা, পবিত্রতা এবং সমাজসেবার আদর্শকে সামনে রেখে সেরাম শারদবরণ তাই সকলের জন্য, সকলের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

এবার সেরাম শারদবরণ ২০১৯-এ কলকাতা উত্তর থেকে সেরা প্রতিমার পুরস্কার পেয়েছে নবীন সরকার স্ট্রিট, সেরা পুজো টালা পার্ক প্রত্যয়, সেরা সমাজবন্ধু হাতিবাগান, নবীনপল্লী এবং স্বল্প ব্যয়ে সেরা পুজোর সম্মান পেয়েছে দর্জিপাড়া সার্বজনীন। কলকাতা দক্ষিণের সেরা পুজো হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব, সেরা প্রতিমা চক্রবেড়িয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব, সেরা সমাজবন্ধু ভবানীপুর ৭৫ পল্লী এবং স্বল্পব্যয়ে সেরা পুজো লেক ইয়ুথ কর্নার। কলকাতা পূর্বের সেরা প্রতিমা, বেলেঘাটা ৩৩ পল্লী, সেরা পুজো লক্ষণ তরুণ দল, সেরা সমাজবন্ধু লক্ষণ পার্ক, তরুণ সংঘ এবং স্বল্প ব্যয়ে সেরা পুজো পাতিপুকুর সরকারি আবাস। কলকাতা পশ্চিমের সেরা পুজো চেতলা অগ্রণী। সেরা প্রতিমা বেহালা ক্লাব, সেরা সমাজবন্ধু আলিপুর সার্বজনীন এবং স্বল্পব্যয়ে সেরা পুজোর শিরোপা পেয়েছে হরিদেবপুর আদর্শ সমিতি। হাওড়া শহরে সেরা পুজোর পুরস্কারে বিজয়ী খাঁটরা নবীন সংঘ। সেরা প্রতিমা আরুপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, সেরা সমাজবন্ধু খাড়ার মাঠ ভ্রাতৃসংঘ এবং স্বল্পব্যয়ে সেরা পুজোর সম্মান পেয়েছে ইছাপুর মিতালি সংঘ। বিজয়ীদের প্রত্যেককে সেরাম শারদবরণ ২০১৯-এর পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে ট্রোফিকা এবং নগদ পুরস্কার।

মেদিনীপুরে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- গ্রীন প্যাথ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২০ অক্টোবর মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কুইজ পরিচালনা করেন তিনি। শিবিরে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য রামকৃষ্ণ বসাক।

মেদিনীপুরে সচেতনতা শিবির

শিবিরের মূল দায়িত্বে ছিলেন বেনুগোপাল ভট্টাচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংগঠনের সভাপতি অভিজিৎ গুহ সহ সম্পাদক প্রদীপ পাত্র সহ অন্যান্যরা।

দেবীপক্ষের মানব পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি-দেবীপক্ষের শুরুতেই অর্থাৎ মহালয়ার দিন ২৮ সেপ্টেম্বর সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে শহরের পাঁচটি জায়গায় খাদ্যসামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে মানবপুজো সাড়ম্বরে পালিত হল। এদিন বিকেলে অনুষ্ঠান শুরু হয় শীলস্ গার্ডেনে দি ওয়েস্ট প্রবাহ-এর মঞ্চ থেকে। পরবর্তী পর্যায়ে বাগবাজারে মা সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, শ্যামবাজার পাঁচমাথার সংযোগস্থলে, নীলমণি মিত্র স্ট্রিটে নর্থ ক্যালকাটা চন্দ্রাচল ক্লাবে এবং শেষে কলেজ স্ট্রিটে অল মাই ফ্রেন্ডসে। প্রতিটি অনুষ্ঠান স্থলে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে 'মা দুর্গার মর্তে আগমন' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন সংগঠনের কলাকুশলীরা। নাটকটি পরিচালনায় ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

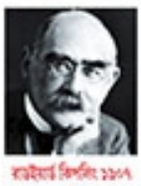

উৎসবের প্রারম্ভে এই গণদেবতাদের হাতে নিবেদন করা হয় একটু চাল, ডাল, আটা, ময়দা, ঘি ইত্যাদি। যাতে করে অন্তত এই উৎসবের দিনে গণদেবতারা একটু ভালো-মন্দ খেতে পারেন। জল সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে থ্যালাসেমিয়া রোধেও সচেতনতা বাড়াতে এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে নিবিড় প্রচার চালানো হয়। প্রতিটি মঞ্চেই বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

নোবেলের ভারত যোগ

রুডইয়ার্ড কিপলিং ১৯০৭ সাহিত্য

হরগোবিন্দ খুরানা ১৯৬৮ চিকিৎসা

সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর ১৯৮৩ পদার্থবিদ্যা

দালাই লামা ১৯৮৯ শান্তি

ভি. এস. নাইপল ২০০১ সাহিত্য

ভি. রামকৃষ্ণন ২০০৯ রসায়ন

সোনালী রক্ত

প্রথম পাতার পর

নির্ধারণ করে। এই ৩৪২টি অ্যান্টিবডির মধ্যে ১৬২টিকে সবসময়ই দেখা যায়। যেসব মানুষের দেহে স্বাভাবিকভাবে দুষ্প্রাপ্য অ্যান্টিজেনের অভাব থাকে সেই রক্তের বিভাগটি হবে দুষ্প্রাপ্য। গবেষণা থেকে জানা গেছে, ৬০ লাখ মানুষের মধ্যে মাত্র একজনের দেহে থাকে 'Rh-Null'।

এই দুষ্প্রাপ্য রক্তের বিভাগ নিয়ে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে এখনও কেউ রক্তদান করার জন্য তৈরি নয়। অদূর ভবিষ্যতে এই দুষ্প্রাপ্য রক্তের প্রয়োজন হলে তার চাহিদা পূর্ণ করতে এখন থেকেই ভাবনা-চিন্তা প্রয়োজন।

নাগরিকবৃন্দের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-নিয়োগীপাড়া নাগরিকবৃন্দের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া রোধে সচেতনতার বার্তা চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নাগরিকবৃন্দের সভাপতি শ্যামল গাঙ্গুলী, কুমুদ ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিজয়া সম্মেলনী

প্রথম পাতার পর

এই ইভেন্টের বিচারকবৃন্দ থেকে শুরু করে বহু ক্লাব সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই বিজয়া সম্মেলনীতে অংশগ্রহণ করেন। বিচারকবৃন্দ এবং ক্লাব-সংগঠনের প্রতিনিধিদের সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মাঝে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। আগামী ১ ডিসেম্বর ওয়ার্ল্ড এইডস দিবসে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে উত্তর কলকাতায় যে বিশাল পদযাত্রা হতে চলেছে, সেখানে সকলকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানান।

সর্বোদয়ের পুজো উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি-লক্ষমের সর্বোদয় সম্মেলনীর ৬৯তম দুর্গা পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করল থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা। এরা হলেন হাফিজুল, বাবু গুড়িয়া এবং সর্বকনিষ্ঠ শামিম হাসান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার পুরমাতা পুষ্পালি সিনহা। উদ্বোধনের পর পুজোর উদ্যোক্তারা এই তিনজন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তের হাতে তুলে দেন জীবনদায়ী ওষুধ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুপ্রাচক রুদ্র রায়।

শান্তির নোবেল

আবি আহমেদ আলি

অসলো-প্রতিবেশী রাষ্ট্র এরিট্রিয়ার সঙ্গে দু'দশকের যুদ্ধ মিটিয়ে ২০১৯-এর নোবেল শান্তি পুরস্কার জিতে নিলেন ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলি। নোবেল কমিটির বক্তব্য, শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রই নয়, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় শান্তি ফেরাতে খুব অল্প সময়ে আবি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তাকে স্বীকৃতি এবং উৎসাহ দেওয়ার দরকার।

সাহিত্যে নোবেল

স্টকহলম-বিতর্কের জন্য ২০১৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া বন্ধ ছিল। এবার একই সাথে দু'বছরের সাহিত্যে নোবেল প্রাপকদের নাম ঘোষণা করল সুইডিশ অ্যাকাডেমি। পোলিশ ঔপন্যাসিক ওল্গা তোকারচুক এবং অস্ট্রীয় লেখক পিটার হান্ট সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন। ২০১৮-এর বিজেতা হিসেবে সুইডিশ অ্যাকাডেমি পোল্যান্ডের লেখক ওল্গা তোকারচুককে বেছে নিয়েছে। ২০১৯-এর বিজেতা হলেন অস্ট্রিয়ার লেখক পিটার হান্ট। দু'জন লেখককেই "প্রান্তবাসীদের কাহিনিকার" বলে উল্লেখ করেছে নোবেল কমিটি।

ব্যর্থ নেতানিয়াহু

ইজরায়েল-সময়ের আগেই হার মানলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সরকার গড়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন সংগ্রহ করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত হারের দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করলেন তিনি। এবার বিরোধী দলনেতাকে জোট সরকার গড়ার দায়িত্ব দেবেন প্রেসিডেন্ট।

মৃতদেহ ভর্তি ট্রাক

লন্ডন-বুলগেরিয়া থেকে উত্তর ওয়েলসের হোলিহেড হয়ে ব্রিটেনে ঢোকে একটি ট্রাক। ২৩ অক্টোবর এসেক্সে সেই ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশ। ট্রাক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৩৯টি মৃতদেহ। এদের মধ্যে একজন কিশোর। গ্রেপ্তার করা হয়েছে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা ২৫ বছরের যুবক ট্রাক চালককে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, 'এই ঘটনায় আমি স্তম্ভিত।।

বুকারে যুগ্ম বিজয়ী

লন্ডন-এবারে যুগ্মভাবে বুকার পেলেন মার্গারেট অ্যাটউড এবং বার্নার্ডিন এভারিস্তো। অ্যাটউড তাঁর 'দ্য টেস্টামেন্টস' আর বার্নার্ডিন তাঁর 'গার্ল, উইমেন, আদার' বইয়ের জন্য বুকার পেলেন। বুকারের ইতিহাসে এই প্রথম একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী (এভারিস্তো) পুরস্কার পেলেন।

জিতলেন জাস্টিন ট্রুডো

টরেন্টো-পূর্বাভাস ছিল জিততে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা হয়নি। পার্লামেন্টে সরকার গড়ার মতো সংখ্যা তার নেই। তবে কানাডার জাতীয় নির্বাচনে জয় পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। জাস্টিনের লিবারাল পার্টি ৩৩৮ আসনের হাউস অব কমন্সে পেয়েছে ১৫৭ টি আসন। এককভাবে সরকার গড়তে দরকার ছিল আরও ১৩টি আসন। কানাডার টানা দশ বছর ধরে কনজারভেটিভ শাসনের পরে ২০১৫ সালে ট্রুডো লিবারালদের ক্ষমতায় নিয়ে আসেন। এবার বারাক ওবামা তাঁর হয়ে প্রচারে নামেন। এবার সরকার গড়তে হলে লিবারাল পার্টিকে অন্য কারও ওপর নির্ভর করতে হবে।

সিরিয়ার হুমকি

তুরস্ক-আমেরিকা যদি প্রতিশ্রুতি না রাখে তবে সিরিয়াতে ফের অভিযান শুরু করার হুমকি দিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তাইপ এরদোয়ান।

ভ্যাটিকানের ঘোষণা

ভ্যাটিকান সিটি-কেরালার সন্ন্যাসিনী মারিয়াম থ্রেসিয়াকে সন্ত ঘোষণা করলেন পোপ ফ্রান্সিস। ভ্যাটিকান সিটির এক অনুষ্ঠানে সন্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কেরালা থেকে এই নিয়ে চারজন সন্ত উপাধি পেলেন।

গান্ধী স্মারক মুদ্রা

ব্রিটেন-মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করার কথা ঘোষণা করল ব্রিটেন। সম্প্রতি ইজরায়েলও মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে স্মারক মুদ্রা প্রকাশের কথা ঘোষণা করেছে।

সাগর পারের

টুকিটাকি

দীর্ঘতম উড়ান

সিডনি-কোয়ান্টাস বিমান সংস্থা পরীক্ষামূলকভাবে নিউইয়র্ক থেকে সিডনি পর্যন্ত টানা যাত্রীবাহী উড়ান চালালো। মোট ১৬,২০০ কিলোমিটার অতিক্রম করতে এই বিমানের সময় লেগেছে ১৯ ঘণ্টা ১৬ মিনিট। ২০২২ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে এই উড়ান পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থাটির। এই রুটের পর লন্ডন থেকে সিডনি পর্যন্ত বিরতিহীন বিমান পরিষেবা শুরুরও পরিকল্পনা রয়েছে কোয়ান্টাসের। লন্ডন থেকে অবশ্য আরও ঘণ্টাখানেক সময় বেশি লাগবে। বাণিজ্যিকভাবে এই উড়ান চালু করতে হলে কোয়ান্টাসকে এখনও অনেক পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে। বিশেষ করে বায়ুদূষণের বিষয়টি নিয়ে সবুজ সংকেত পাওয়ার জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হতে পারে।

মেয়রকে শাস্তি

মেক্সিকো সিটি-নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভোটে জিতলে গ্রামের রাস্তা সারিয়ে দেবেন। ভোটের পরে চুপচাপ মেয়র। 'শাস্তি' দিতে ট্রাকের পেছনে মেয়রকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাস্তা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি দক্ষিণ মেক্সিকোর চিয়াপাসের ঘটনা। পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে মেয়র হোরহে লুই এসক্যান্দোন-এর ন্যানসেকে। এই ঘটনায় জড়িত ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মসজিদে বিস্ফোরণ

কাবুল-১৮ অক্টোবর আফগানিস্তানের নানগাহার প্রদেশের এক মসজিদে বিস্ফোরণে প্রাণ গেল ৬২ জনের, আহত শতাধিক। নানগাহার প্রদেশের গভর্নরের মুখপাত্র আতাউল্লাহ খোগানির দাবি, মসজিদের ভেতর দুটি বোমা রাখা ছিল। জোড়া বিস্ফোরণে মসজিদটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তালিবানেরা এই হামলার দায় নেয়নি।

ডায়াবেটিস নিয়ে

সিঙ্গাপুর-ডায়াবেটিস-এর ঊর্ধ্বগামী হার রুখতে অস্বাস্থ্যকর মিষ্টি পানীয়ের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হল সিঙ্গাপুরে। কম থেকে মাঝারি মাপের ঝুঁকিপূর্ণ পানীয়কেও লেবেল দিয়ে জানাতে হবে শর্করার পরিমাণ।

দরিদ্রতম দেশ

ইয়েমেন-যুদ্ধ না থামলে ২০২২ সালের মধ্যে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশে পরিণত হবে ইয়েমেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রকাশিত একটি রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। বর্তমানে যুদ্ধের কারণে দেশে ৭৫ শতাংশ মানুষ এখন দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছেন। ২০২২ সালে তা ৭৯ শতাংশে দাঁড়াবে।

দোটানায় ব্রেক্সিট

লন্ডন-ব্রেক্সিট নিয়ে প্রথম ভোটে নিস্তার পেলেও দ্বিতীয় ভোটে আটকে গেলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। দ্বিতীয় দফায় ভোট পড়ে পক্ষে ৩০৮টি এবং বিপক্ষে ৩২০টি। ৩১ অক্টোবর সময়সীমা শেষ। নিয়মকে আলোচনার জন্য মাত্র তিনদিন সময় দেওয়া হয়েছে। সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে তড়িঘড়ি আলোচনা শেষ করতে চান না। শেষ পর্যন্ত বিল পাশ না হলে বরিস কী ফের সময় চাইবেন?

ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে

সান্তিয়াগোতে মেট্রোর কামরায় আগুন দিল বিক্ষোভকারীরা

সান্তিয়াগো-বাস মেট্রোর ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে উত্তপ্ত চিলি। বিক্ষোভের জেরে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। সামাজিক ও আর্থিক দুরাবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে এই দেশটি। মেট্রো স্টেশনের বন্ধ থেমে থাকা গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবস্থা অগ্নিগর্ভ হওয়াতে প্রেসিডেন্ট সেবাস্তিয়ান পিনিয়েরা ১৫ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করেন। ইতিমধ্যে পুলিশ ৩০০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। বন্ধ হয়েছে মেট্রো পরিষেবা।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রঃ অ্যাসপিরিন ওষুধটি অনেক সময়ই ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধটি সম্বন্ধে জানতে চাই—কি কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এবং এর সাইড এফেক্ট কি কি হতে পারে?

অভিষেক দাস, নিউ আলিপুর

উঃ অ্যাসপিরিন (Aspirin) একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। এটা হল এক রকমের অ্যান্টিপ্লেটলেট ওষুধ (Antiplatelet Drug) যা রক্তের অণুচক্রিকার (Platelet) জমাট বাঁধায় বাধা দেয়।

ব্যবহার সাধারণ জ্বর ও মাথাব্যথা ছাড়াও অ্যাসপিরিনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হল করোনারী আর্টারী ডিজিজ (Coronary Artery Disease), সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, বা পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজে (Peripheral Vascular Disease) থ্রম্বোসিস প্রতিহত করা (Secondary Prevention)। এছাড়াও Risk Factor থাকলে চল্লিশ বছরের ওপরে এই ওষুধ দেওয়া যায় (Primary Prevention)। এর ফলে হার্ট অ্যাটাক (Myocardial Infraction), স্ট্রোক প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

মাত্রা (Dosage)—৭৫-৩২৫ মিলিগ্রাম প্রতিদিন।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (Side effects)—পেটের সমস্যাই মুখ্যত হয়, যেমন পেটের অস্বস্তি, অম্বল (Dipepsia), Erosive (Bleeding), Perforation প্রভৃতি। অ্যাসপিরিনের সঙ্গে কিছু ওষুধ, যেমন প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (Proton Pump Inhebitor) দিলে এই সব সমস্যা কম হয়।

এছাড়াও অ্যালার্জি (Aspirin Allergy) হতে পারে। মাত্রা বেশী হলে লিভার ও কিডনির সমস্যা (Hepatic And Renal Toxicity) হতে পারে।

Aspirin Resistance —কখনও কখনও হতে পারে, কিন্তু **এটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয় নি।**

প্রঃ পাইলস সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার বাবার এই রোগ আছে।

সুজাতা দত্ত, বিরাটি

উঃ পাইলস বা Hemorrhoids একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রক্তনালী ফেটে গিয়ে রক্তপাত হয়।

বয়স বেশী হলে এই রোগের সম্ভাবনা বাড়ে। বেশী ফ্যাট এবং কম ফাইবারযুক্ত খাবার খেলে এই রোগের সম্ভাবনা বেশী হয়।

এই রোগ দু'রকমের হতে পারে—Internal Hemorrhoips ও External Hemorrhoips।

উপসর্গ—Stool-এর সঙ্গে রক্ত পড়া এবং কিছু অংশ বেরিয়ে আসা (Protrusion) দেখা দেয়। ব্যথা সেরকম হয় না, তবে কখনও কখনও খুব বেশী হতে পারে। সাধারণত রক্তপাত অল্পই হয়, তবে কখনও বা বেশী হয় এবং রক্তাল্পতা (Anemia) সৃষ্টি করতে পারে।

রোগনির্ণয় (Diagnosis)—Physical Examination করে করা হয়। Colonoscopy করার প্রয়োজন হয়।

এই রোগ অনেক সময়ই বেশ কষ্টকর হয় এবং এর ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

চিকিৎসা—Snz Bath, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার, এবং Stool নরম করার ওষুধ (Stool Softeners) দেওয়া হয়। এছাড়াও Banding ও Sclerotherapy করা যেতে পারে। অপারেশন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন রকমের অপারেশন আছে। যেমন, Excisional Hemoprhoidectomy, Transhemorrhowal Dea trerialication (THD), Stapled Hemorpholdectomy প্রভৃতি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভালো কাজ হয়। এতে কিছু ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে, যেমন, ব্যথা, সংক্রমণ, রক্তক্ষরণ, প্রস্রাবের অসুবিধা Faecal incow tiwence প্রভৃতি।

প্রঃ কিডনির অসুখের জন্য কি কি পরীক্ষা করতে হয়, জানালে ভালো হয়।

উঃ কিডনির অসুখের জন্য বেশ কিছু পরীক্ষা করতে হয়। যেমন—

(১) রক্তপরীক্ষা (Blood) ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, সোডিয়াম পটাশিয়ামের মাত্রার হেরফের হতে পারে। আবার, ক্যালশিয়াম, ফসফেট, হিমোগ্লোবিন, ইউরিক, অ্যাসিড, প্রোটিন এগুলির মাত্রা পরিবর্তিত হতে পারে।

এছাড়াও, Complement, ANA (Antinuclear Antibody), Cryogl obulins, প্রভৃতি পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে।

(২) ইউরিন-Urine পরীক্ষা থেকেও অনেককিছু জানা যেতে পারে। ইউরিনে বেশি মাত্রায় প্রোটিন, কাস্ট প্রভৃতি থাকতে পারে।

(৩) Radiologic Evaluation—আলট্রাসোনোগ্রাফি করলে কিডনি সাইজ ও আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। Vascular Imagine ও করার দরকার হতে পারে।

(৪) কিডনি বায়োপ্সি— কিডনির অসুখের কারণ সম্বন্ধে সঠিক জানার জন্য এবং অসুখ কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তা জানার জন্য এই পরীক্ষার দরকার হতে পারে।

(পুনর্মুদ্রিত)

সম্পাদকীয়

খুশির দিনও ভাবায়

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্গবাসীর কাছে জোড়া খুশির দিন ১৪ অক্টোবর। একজনের অর্থনীতিতে নোবেল প্রাপ্তি। অন্যজনের দেশের ক্রিকেট পরিচালনায় সেনাপতির আসনে আরোহন। দেশের অর্থনীতি যখন ঘোর সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেই সন্ধিক্ষণে ভারতের অর্থনীতিতে দুটি নোবেল পুরস্কারই বঙ্গসন্তানদের করায়ত্ত। সেকারণেই অর্থনৈতিক আচ্ছন্নতার মধ্যেও যথেষ্ট আশার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আবার কি অদ্ভুত প্রত্যাবর্তন সৌরভ গাঙ্গুলির! বাবরের ক্রিজে থেকে ফিরে হওয়ার দুঃস্বপ্ন জড়িয়ে রয়েছে সৌরভের গায়ে। সৌরভের বি সি সি আই-এর প্রেসিডেন্ট পদে অভিষেক যেন শীতের ভোরে কুয়াশা জড়ানো ঠান্ডা বাতাস। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৌরভ গাঙ্গুলির প্রাথমিক শিক্ষাপর্বটি শুরু হয়েছিল সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে। অমর্ত্য সেন ও এবারের নোবেল প্রাপক, দুজনেরই অর্থনীতির প্রাথমিক পর্বটি শুরু হয়েছিল একই বনীয় শিক্ষায়তনে, যার নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ। সাউথ পয়েন্ট স্কুল ও সমানভাবে গৌরবান্বিত। শুধু বাংলায় যাকে বলা হয় 'প্রতিফলিত গৌরব'। এ ধরনের গৌরবের সমস্যা হচ্ছে, এসব তাৎক্ষণিক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। কোনও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে না সমাজের ওপর। বাংলার অনেক মনীষীদের স্মরণ আমরা শুধু তাঁদের জন্মদিনেই করে থাকি। বাকি সময়টুকু তারা কেবলই ছবি অথবা পাথরের মূর্তি।

বাঙালির নোবেল প্রাপ্তির অতীতটা বিদ্যাচর্চার আবহে উজ্জ্বল। অতীতটা খুব দূরেরও নয়। এই রাজ্যের বিদ্যালয় থেকে বাঙালি শিক্ষকদের পঠন-পাঠনের দ্বারা শিক্ষালাভ করে বিদ্যাচর্চার অঙ্গনে বিশ্বজনীন মুকুট উঠেছে বঙ্গসন্তানের মাথায়। অমর্ত্য সেন এবং অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়রাও এই বাংলার মাটির সোনার ফসল। আজ বাঙালির গৌরব গাথার মানসিক ধারণাটিকে যদি শাশ্বত রাখতে হয় তবে বিদ্যাচর্চার সুস্থ পরিবেশটাকেও ফিরিয়ে আনতে হবে যে কোন মূল্যে। এই বছরটা আবার বাঙালি বিদ্যাচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদ্বিশতবর্ষ। উনিশ শতক থেকে বিদ্যায় বাঙালির সমাদর ছিল অন্যের কাছে ঈর্ষার বিষয়। গত কয়েক দশক ধরে সেই বাঙালিই উচ্চতর শিক্ষালাভের আশায় বহির্বিশ্বে পাড়ি দিচ্ছে, যা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। এদেশে উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণার ছবিটিও উজ্জ্বল নয়। সমস্যাটি এখানে শুধু পরিকাঠামোর নয়, এই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বিদ্যাচর্চাকে কতটা প্রেরণা বা উৎসাহ দিতে পারে? সেটাও ভেবে দেখার সময় এসেছে। কারণ দেশের মেধা চালান হয়ে যাচ্ছে বিদেশে। বিদেশে বসবাসকারী কোনো বাঙালী যখন খ্যাতির শীর্ষ সম্মান লাভ করে তখন আমরা এই বঙ্গে বসে তাঁদের মহিমায় গর্ববোধ করি। কিন্তু তাঁর রেশ বেশিদিন থাকে না। অথচ এরা যদি এদেশে থেকে বিশ্বসম্মানের অধিকারী হন তখন কিন্তু গুরুত্বটা অনেক বেড়ে যায়। ধরা করা আলোয় চকচক করার চেয়ে নিজেদের আলো আরও জোরালো ও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া অবশ্যই জরুরি।

অনুশীলনী

শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তি

সাধনার যে পদ্ধতি বা প্রকরণ মানুষকে তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয় তাকে বলা হয় তন্ত্র। তন্ত্রে এক শতাংশও তত্ত্ব কথার স্থান নেই, এতে ৯৯ শতাংশ ব্যবহারিক অনুশীলন। তোমরা তো জান, কোন ভাল তত্ত্ব মানুষের প্রকৃত সহায়ক নাও হতে পারে। তাই পদ্ধতিটাই তার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ধর, তুমি তাত্ত্বিকভাবে কোন বিশেষ মিষ্টান্নের প্রস্তুত প্রণালী জান কিন্তু বাস্তবে সেটা কোন দিন তৈরী করনি। তাহলে কি তুমি সেই মিষ্টান্নের স্বাদ পাবে? সেক্ষেত্রে তত্ত্ব তোমার কোন কাজেই আসবে না। তন্ত্রে তত্ত্বের আগে অনুশীলনের স্থান। তন্ত্রে তত্ত্ব তৈরি হয় প্রয়োগের ভিত্তিতে, প্রয়োগ তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে না। ধরা যাক, কোন তত্ত্ব মধুর শব্দজাল বিস্তার করে অনেকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তা কোনদিনই কাজে রূপায়িত হ'ল না। তন্ত্রে এরকমটি হবার জো নেই। তন্ত্র যখন আবিষ্কৃত হয়েছিল তখন লিখিতভাবে কিছুই ছিল না, কেননা সবটাই ছিল প্রয়োগভিত্তিক। পরবর্তীকালে তন্ত্র পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হল। তুমি অনেকরকম কথার ফুলঝুড়ি ছড়াতে পারো অথচ তার বৃহদাংশই অর্থহীন, শুধু সময় ও সামর্থ্যের অপচয়। তুমি নিজের মনে মনেও অনেক কথা বল, কিন্তু সেটাও শক্তির অপচয়। স্টকহোম যাওয়ার আগে নিজের মনে হাজার বার বলছ—আমাকে স্টকহোম যেতে হবে, আমাকে স্টকহোম যেতেই হবে। এটা সময় ও শক্তির অপব্যয় ছাড়া কিছুই নয়।

জেন অস্টিন—একজন নারীর কল্পনা বড়ই দ্রুতগামী। তা এক মুহূর্তে লাফ দেয় ভালো লাগা থেকে ভালোবাসায়, ভালোবাসা থেকে বিবাহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কত অল্প বিষয়ই আমাদের ইচ্ছার অধীন ও কত সহস্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অধীন আমাদের ইচ্ছা।

মাসতামামি

১ নভেম্বর — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করল ১৯৫২।
কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হল ১৮৮১।
২ নভেম্বর — ইংল্যান্ডে আত্মহত্যা করলেন রবার্ট ক্লাইভ ১৭৭৪।
বাণিজ্যিকভাবে আমেরিকায় চালু হল প্রথম রেডিও স্টেশন ১৯২০।
৩ নভেম্বর — দেশে চালু হল গোল্ড বন্ড ১৯৬২।
মহাকাশে প্রথম পাঠানো হল কুকুর 'লাইকা'-কে ১৯৫৭।
চিলিতে আলেন্দের নেতৃত্বে সরকার গঠন ১৯৭১।
৪ নভেম্বর — খ্যাতিমান চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্ম ১৯২৫।
দার্জিলিংয়ে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট চালু হল ১৯৫৪।
৫ নভেম্বর — দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম ১৮৭০।
আমেরিকার ৪০তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হলেন বারাক ওবামা ২০০৮।
৬ নভেম্বর — তিতুমীরের জন্ম ১৭৮২।
লেনিনের নেতৃত্বে চূড়ান্ত বিপ্লবের পথে আন্দোলন শুরু ১৯১৭।
৭ নভেম্বর — নভেম্বর বিপ্লব দিবস।
বিজ্ঞানী সি ভি রমনের জন্ম ১৮৮৮।
মাদাম কুরীর জন্ম ১৮৬৭।
৮ নভেম্বর — এক্স-রে আবিষ্কারের করলেন রন্টজেন ১৮৯৫।
৯ নভেম্বর — চৌ নৃত্যশিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার প্রয়াণ ২০০২।
উর্দু কবি মহম্মদ ইকবালের জন্ম ১৮৭৭।
১০ নভেম্বর — কলকাতা বিক্রি হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে ১৬৯৮।
১১ নভেম্বর — বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের ফাঁসি হল ১৯০৮।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল ১৯১৮।
মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম ১৮৮৮।
ফিওদর দস্তয়েভস্কির জন্ম ১৮২১।
১২ নভেম্বর — বাংলায় ঘূর্ণি ঝড়ে ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু ১৯৭০।
সান-ইয়াৎ সেন-এর জন্ম ১৮৬৬।
১৩ নভেম্বর — নোবেলজয়ী লুই স্টিভেনসনের জন্ম ১৮৫০।
১৪ নভেম্বর — ই এস আই গঠন হল ১৯৫২।
জওহরলাল নেহেরুর জন্ম ১৮৮৯।
১৫ নভেম্বর — সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা বীরসা মুন্ডার জন্ম ১৮৭৫।
গান্ধিজির হত্যাকারীকে শাস্তি ১৯৪৯।
১৬ নভেম্বর — ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাঈ-এর জন্ম ১৮৩৫।
রাশিয়াকে স্বীকৃতি দিল আমেরিকা ১৯৩৩।
১৭ নভেম্বর — মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম ১৮৭০।
স্বাধীনতা সংগ্রামী বিষ্ণু পিঙ্গলের ফাঁসি ১৯১৫।
১৮ নভেম্বর — ভারত সফর করলেন বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ ১৯৫৫।
বাঘকে জাতীয় পশু হিসেবে ঘোষণা ১৯৭৩।
১৯ নভেম্বর — শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম ১৯১৭।
সুরকার, গীতিকার ও গায়ক সলিল চৌধুরীর জন্ম ১৯২৫।
ডালহৌসী স্কোয়ারের নাম বদল করে হল বিনয়- বাদল-দীনেশ বাগ ১৯৬৯।
২০ নভেম্বর — টিপু সুলতানের জন্ম ১৭৫০।
কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল বসু বিজ্ঞান মন্দির ১৯১৭।
২১ নভেম্বর — ভল্টেয়ার-এর জন্ম ১৬৯৪।
স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রথম পোস্টাল স্ট্যাম্প চালু হল ১৯৪৭।
বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসি হল আলিপুর জেলে ১৯০৮।
২২ নভেম্বর — মাদ্রাজ রাজ্যের নাম পরিবর্তন হয়ে তামিলনাড়ু হল ১৯৬৮।
রাষ্ট্রপতি কেনেডিকে গুলি করে হত্যা ১৯৬৩।
২৩ নভেম্বর — বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হল ১৯২২।
ওড়িশায় ব্যালেস্টিক মিসাইল-এর পরীক্ষা সফল ২০১২।
বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৭।
২৪ নভেম্বর — ডারউইনের প্রথম বই প্রকাশ ১৮৫৯।
বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা হল ১৮৫৬।
২৫ নভেম্বর — এলাহাবাদ হাইকোর্ট স্থাপন ১৮৬৬।
এন সি সি চালু হল ১৯৪৮।
২৬ নভেম্বর — মুম্বইতে জঙ্গী হানা ২০০৮।
ভারতের সংবিধান গৃহীত হল ১৯৪৯।
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯০।
২৭ নভেম্বর — ফিদেল কাস্ত্রোর প্রয়াণ ২০১৬।
নোবেল পুরস্কারের জন্য অর্থ ভান্ডার গঠন ১৮৯৫।
২৮ নভেম্বর — ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের জন্ম ১৮২০।
ভারত সফর করলেন চৌ এন লাই ১৯৫৬।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তেহেরান ইরান সফরে এলেন রুজভেল্ট , চার্চিল এবং স্ট্যালিন ১৯৪৩।
২৯ নভেম্বর — হাজি মহম্মদ মহসিনের প্রয়াণ ১৮১২।
৩০ নভেম্বর — প্যারিসে আমেরিকার স্বাধীনতা চুক্তি স্বাক্ষর ১৭৮২।
বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৫৮।
লেখক জনাথন সুইফটের জন্ম ১৬৬৭।

এদেশে একটা গ্রেটা থুনবার্গই যথেষ্ট

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

"এত স্পর্ধা হয় কী করে তোমাদের।" একটা ষোলো বছরের মেয়ে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে অকপটে বলে দিলেন কথাটা। অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলছি, ভারতে বা আমার দেশে একটাও গ্রেটা থুনবার্গ নেই। বলা ভাল, তৈরি করতে পারিনি আমরা। শত শত বছর ধরে যে সামাজিক- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশ চলেছে, তাতে ওপর-ওয়ালাদের লাগামহীন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলার মানসিকতা নিয়ে 'দেশপ্রেমী'-র সংখ্যা দেশে নেই বললেই চলে।

গ্রেটা থুনবার্গ হল ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা একটি শঙ্কাবিহীন মানবী। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বেড়ে ওঠা সন্তান। পরিবেশে মাত্রাতিরিক্ত দূষণ, বিশ্বে ক্রমবর্ধমান উষ্ণায়ন, উত্তর মেরুতে গলতে থাকা হিমবাহ আবার এরই মধ্যে প্যারিস চুক্তি থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্লজ্জ ডুব, এসবই হল এই পৃথিবীর ইতিহাসের একটা বড় খারাপ সময়। একপাড়ে বায়ুদূষণে ধুঁকতে থাকা শত শত শহর-জনপদ, আর অতলান্তিকের ওপারে আর এক শাসক আলেকজান্দ্রিয়া ও কাসিয়ো কর্টেজের 'সবুজ নতুন স্বপ্ন' যার পোশাকি নাম 'গ্রিন নিউ ডিল' তা দেখাতে ব্যস্ত। আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষেত্রটা তৈরিই ছিল। এরই মধ্যে ষোলো বছরের ছোট্ট মেয়ে গ্রেটা থুনবার্গ নিজ চোখে দেখতে পেয়েছে আগামী পৃথিবীর বীভৎস চেহারাটা। মর্তে আগামী দিনের প্রলয় ঘণ্টা শুনতে পেয়েছে গ্রেটা। মনে একটা বিষম ভয় ঢুকেছে তাঁর। পৃথিবীটাকে আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করে তুলতে গ্রেটা সেই ভাবকেই তৈরি করছে বিশ্ব জুড়ে। সাবাস গ্রেটা, গ্রেট তোমার চিন্তাশক্তি।

সুইডেনের নাগরী স্টকহোমের চেয়ে অনেক বেশি দূষিত শহর আমাদের দেশে রয়েছে। বল্টিক সাগরের চেয়ে বঙ্গোপসাগর বা আরবসাগরের দূষণ পরিমাণগত দিক থেকেও কম নয়।

আমাদের দেশে বায়ুদূষণের জেরে স্কুল, অফিসে ছুটি হয়ে যায়। মাঠে ক্রিকেটারদের মুখোশ পরে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের পড়াশোনা নষ্ট করে এসব প্রতিবাদ-টোতিবাদে যেতে নিষেধ করেন। তারা বলেন, সামনের দু-তিন বছর ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডি কেলে সুযোগ না পেলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। ফলে খামোকা ওসব প্রতিবাদে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশে ১৫-১৬ বছরের কিশোর-কিশোরীদের এটা শতাব্দী সঞ্চিত পরম্পরা।

ধরে নেওয়া যাক, আমাদের দেশে

আসতে হয়। স্কুল বা কলেজ পড়ুয়ারা টিভি চ্যানেলে, 'হোয়াটস অ্যাপে' এই গ্রহটার ক্রমশ উষ্ণ হয়ে ওঠার বিভিন্ন বিপর্যয়ের ছবি দেখে। কিন্তু চারটি মেট্রো শহরের ছেলেমেয়েরা স্কুলে স্ট্রাইক করে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিধানসভা বা পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে বসবে— এই ভাবনাটা একেবারেই অবাস্তব। বড় জোর বুকে প্রতিবাদের ব্যাজ এঁটে বা মুখোশ পরে হালকা চালে প্রতিবাদ করার কথাটা ভাবতে পারা যায়। আবার দেখা যায়, কোনও এক ষোলো বছরের মেয়ে একা নেমেছে এই আন্দোলনে। সে স্কুল যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে নিরাপত্তার ছুতোয় কোনও কিশোরীকে কি দিনের পর দিন সংসদের বা বিধানসভার সামনে ধর্না দিতে দেবে? গ্রেটার আন্দোলনের ধাঁচে এদেশেও এই আন্দোলন শুরু হবে সমস্যাটা কি ছিল? পাশাপাশি জলবায়ুর মত জটিল বিষয়ে বছরের পর বছর জমে থাকা বিপর্যয়ের ভার ইদানিংকালের বিশ্বের রাজনীতিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা খুব সহজ কাজ হবে না।

আর গ্রেটার নাম বিশ্ব জুড়ে। পুরস্কারে ভরে উঠেছে তাঁর ঝোলা তাটা। একবছর আগে সুইডেনের পার্লামেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে একা মেয়েটি প্ল্যাকার্ড হাতে দিনের পর দিন অবস্থান করেছে। ওটি কয়েক সঙ্গী জোগাড় হতে অনেকদিন সময় লেগেছে তাঁর। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতটা একটু ভাবুন। একটা ষোলো বছরের মেয়েকে তাঁর অভিভাবকরা একদিনের জন্যও এভাবে প্রতিবাদ জানানোর সম্মতি দেবেন না। পরিবেশ রক্ষার প্রচারের জন্য একবছর কোনও শিক্ষায়তন থেকেও ছুটি মঞ্জুর করবে না। গ্রেটাকে দেখুন। যদিও গ্রেটার স্কুলও স্ট্রাইকের বিষয়টা ভাল চোখে দেখেনি। অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেন বলেছে, 'পড়াশোনা নষ্ট।' আমরা সকলে এই চিন্তা ভাবনার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি, একথা বলতে কোনও দ্বিধা নেই, ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবনার দোলায় একথা স্বীকার করতেই হবে গ্রেটা থুনবার্গও কিন্তু জন্মে। তাঁকে তৈরি করে এই সমাজ, এই সময়, এই পরিবেশ। পরিবারের পরিবেশে সচেতন হওয়ার জন্য লাগাতার প্রশ্রয় পেয়েছে গ্রেটা। তাঁর মা মেলেনা এর্নমান সুইডেনের এক অপেরার গায়িকা এবং তার সঙ্গে প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সমর্থনে রাজনৈতিকভাবে বেশ সক্রিয়। অ্যাকশান ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিজঅর্ডার, অ্যাসপার্গার সিন্ড্রোম, অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার, সিলেকটিভ মিউটিজমের মত অসুখে আক্রান্ত গ্রেটা তাঁর মনের ভয়কে দুনিয়াব্যাপী একটা সংগ্রামের চেহারা দিতে পেরেছে। ঘরের পরিবেশ এবং সামাজিক পরিমণ্ডলের অকুণ্ঠ সমর্থনেই একাজ করা সম্ভব হয়েছে। তার মা মেলেনা WWF-এর পুরস্কারে ভূষিতা। পরিবারের বিরামহীন উৎসাহই গ্রেটাকে একটা অসম্ভব কাজকে সম্ভব করার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তার সেকারণেই একটা নবম শ্রেণীর ছাত্রী প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে এবং তাতে লেখা 'পরিবেশের জন্য স্কুল স্ট্রাইক' লিখে দেশের সংসদের সামনে ধর্না দিতে বসে পড়েছে। এটা খুব সহজ কাজ নয়। পরিবেশের জন্য গ্রেটা এবং তাঁর বাবা-মা বিমানে চড়া ছেড়ে দিয়েছেন।

আমাদের দেশেও মানসিকতার পরিবর্তন এসেছে। স্কুল ফাঁকি দিয়ে সংগীতচর্চা, ব্যাডমিন্টন বা কুস্তির সাধনা করতে শিখেছে অনেকেই। যদিও এটা স্ব প্রতিভা উন্মেষের চর্চা, যা শুধুমাত্র নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বজয়ীরা রয়েছেন। যেমন—শচীন তেন্ডুলকর, বিশ্বনাথন আনন্দ, পি ভি সিন্ধু। কিন্তু একরাশ ভয়কে বুকে নিয়ে স্পর্ধা রেখে রাষ্ট্রপুঞ্জে দাঁড়িয়ে বলতে শেখে নি, 'হাউ ডেয়ার ইউ'।

গ্রেটাকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী একটা পাল্টা প্রচারও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, একটি অবসাদগ্রস্ত বাচ্চা মেয়েকে কাজে লাগানো হয়েছে এবং প্রচারের মুখ করে তোলা হচ্ছে। এত কিছুর পরেও গ্রেটাকে যেমন মনে হয় বিশ্বের শান্তির বার্তা বাহক, প্রতিবাদের ভাষা। যদিও সে অচেনা-অজানা এক দূরান্তের বালিকা। মেলাতে কষ্ট হচ্ছে 'আমাদের মেয়ে' বলে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, মনের এই অসাড়তা, গোঁড়ামি দূর করে হৃদয়কে করো মহান।

সুদিন ফিরতে লাগবে আরও বহুদিন

কিশোরকুমার বিশ্বাস

কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে দেশের শিল্পপতি এবং অর্থনীতিবিদদের দাবি, অবিলম্বে আরও কিছু পদক্ষেপ করুক কেন্দ্র, তা না হলে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের শীর্ষকর্তা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের বেহাল অর্থনীতি নিয়ে। বৃদ্ধি নিয়ে সমস্ত পূর্বাভাসে লাগাম টেনেছে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং একের পর এক মূল্যায়ণ সংস্থাগুলো। আর্থিক পদ্ধুত্ব বাঁচাতে পরপর পাঁচবার সুদ কমিয়েছে তারা। দেশের শিল্পমহল উদ্বিগ্ন। কেন্দ্রিয় সরকার কর্পোরেট কর ছাঁটাই সহ একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়ার পর শিল্পমহলের ধারণা ছিল অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হবে। ধার নেওয়ার খরচ কমিয়ে লগ্নিতে মনোনিবেশ করা যাবে বলে ধারণা করেছিল শিল্প মহল। সম্প্রতি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেখে শিল্পমহলের ধারণা, এখনই সুদিন ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। অনেক সময় লাগবে। ফলে তারা সরকারের পক্ষ থেকে আরও কিছুটা সুবিধা আদায় করে নিতে চাইছে। পাশাপাশি, দেশের অর্থনীতির এই হাল নিয়ে সরকারের মনোভাব তীব্র শীতল। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলছেন না কেউ। বরং উল্টে কেউ কেউ সিনেমার

টিকিট বিক্রির পরিমাপ বলছেন, আবার কেউ কেউ গাড়ি কম বিক্রির কারণ হিসেবে পাল্টা যুক্তি খাড়া করছেন। অর্থাৎ বিষয়টি জেনেও চেপে যাচ্ছেন বা জেগে ঘুমোচ্ছেন।

অন্যদিকে, জেলে বসে দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বলেছেন, দেশের এই আর্থিক সংকটের জন্য দায়ী জি এস টি চালু করার নীতি। ভারত চেম্বারের সভাপতি সীতারাম শর্মার দাবি, ভাটীখ অর্থনীতির হাত ধরে সংকট সর্বত্র ছড়িয়েছে। অর্থনীতির এই গভীর অসুখের কথা স্বীকার না করে কেন্দ্রিয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন একগুচ্ছ পদক্ষেপ ঘোষণা করেছেন। অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে করের হার পুনর্গঠন করা দরকার বলে মনে করেছেন অর্থনীতির বিশেষজ্ঞগণ। অসুখের শুরুতে ওষুধ দিলে হয়তো দ্রুত স্বাভাবিক হওয়ার রাস্তা ছিল কিন্তু রোগ এমনভাবে ছড়িয়েছে যে, বড়বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া কোনও বিকল্প পথ নেই। নোবেল পাওয়ার পর দিন অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর এম আই টি-তে (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি) একটি সভায় দর্শকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাতে বলেছেন, '৩ শতাংশ বা ৪ শতাংশ আর্থিক ঘাটতি নিয়ে এই মুহূর্তে ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই। এখন যেটা করতে হবে গরীবদের হাতে টাকার যোগান দিতে হবে, বড় লোকদের হাতে নয়।'

নোবেল প্রাপকের ধ্যানধারণা ধার পাশ দিয়েও হাঁটছে না সরকারপক্ষ। উল্টে ধনীদের অর্থাৎ শিল্পপতিদের জায়গা করে দিতে ধীরে ধীরে কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে। চাহিদা বৃদ্ধি না হলে শিল্প মহল লগ্নির ঝুঁকিটা নিতে চাইছে না। অন্যদিকে ধার দেওয়া নিয়ে সংশয়ে রয়েছে ব্যাঙ্কগুলো। অবিলম্বে বাজারে নগদের জোগান ও ঋণ বণ্টন বাড়িয়ে অবস্থা খানিকটা সামলে দেওয়া যেতে পারে। সর্বোপরি সমাজের নীচুতলায় বসবাসকারী মানুষের হাতে যাতে অর্থের যোগান আসে তার ব্যবস্থা করলে আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ার আশা রয়েছে। রাজকোষে টাকা নেই, যে আয়ের হিসেব ধরে বাজেটের অঙ্ক ঠিক করা হয়েছিল, বাস্তবে সেটা হবে অনেক কম। কেন্দ্রের ভাঁড়ার নাকি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে রাজ্যের ভাগ দেওয়ার কারণে। এখন এসব কাঁদুনি গেয়ে চলেছে অর্থমন্ত্রক। অর্থমন্ত্রক এখন রাজ্যগুলোর প্রাপ্য টাকায় ভাগ বসানোর চেষ্টা করছে। চেষ্টা চলছে অর্থ মন্ত্রককে দিয়ে অর্থ কমিশনের ওপর চাপ তৈরি করা, যাতে কেন্দ্রীয় কর থেকে রাজ্যের ভাগ কমিয়ে দেওয়া যায়। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে গিয়ে কর্পোরেট কর কমানো হয়েছে। এতে অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়া তো দূরে থাক, অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর ফলে লোকসানের বহর বাড়বে ছাড়া কমবে না।

হাসিখুশী মরে প্রমাণ করলেন তিনি ভারতীয়

পারিজাত বোস

হাসিখুশী পাল, এবার দেবীপক্ষের সূচনাতেই মারা গেলেন। বয়স প্রায় নব্বই ছুঁইছুঁই। কিন্তু বেশিও হতে পারে কিন্তু কম হবে না। বয়স গোনার বা মনের রাখার মত অবস্থা ছিল না বুড়ির। শেষের ক'মাস বিছানার চাদরের সঙ্গে প্রায় পাপড়ের মতো লেপ্টে ছিল তার শরীরটা। তার আগে যতদিন পেরেছে ওই 'ইউ' শেপ শরীরটা নিয়ে বনে বাদাড়ে জঙ্গলে শুকনো গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে ফেলেছে নিজের উঠোনে। তারপর সারা দুপুর বসে বসে সেই ডালপালা কেটে জ্বালানীর কাঠ বানিয়েছে, কিন্তু বেঁচে দিয়েছে। আর বাকিটা নিজের উনোনের খিদে মেটাতে রেখে দিয়েছে বুড়ি। এই গাছপালার ডাল কোড়ানোটা বুড়ির নেশা ছিল। ডালপালার সঙ্গে রাস্তায় বা মাঠে গোবর দেখলেই, কচুপাতা ছিঁড়ে তা যত্ন করে তুলে নিয়ে আসতো বুড়ি। সারা উঠোনের ধার ঘেঁষে ঘুটে দিত। ঘুটে বেঁচেও কিছু পয়সা পেত হাসিখুশী। বুড়িকে দেখতে ছিল টকটকে ফর্সা, একেবারে রাজকুমারী ডায়নার মত। হয়তো শৈশবে তার এমন ফর্সা গায়ের রং দেখে তার বাবা-মা এই নামটা দিয়েছিলেন। সেই '৭১ সালে পূর্ববঙ্গের সিলেট থেকে বৌমাকে নিয়ে বসিরহাটের সীমান্ত পেরিয়ে হাসিখুশী চলে আসেন এপারে। পুত্রবধূর কোলে তখন ছিল বছর পাঁচেকের এক ছেলে।

হাসিখুশীর ছেলে পেশায় ছিল মৎস্যজীবী। খানসেনারা তাকে তার নৌকাসহ ডুবিয়ে মেরেছিল নদীর মাঝে। সেই খবর শোনামাত্রই রাতের অন্ধকারে এক কাপড়ে ছেলে বৌ-কে নিয়ে ঘর ছেড়ে দিল হাসিখুশী। সীমান্ত পার হয়ে এক রেল স্টেশনের ধারে এক চিলতে ঘরে এসে উঠেছিল। সেখানে লোকের বাড়ি বাসন মেজে, ঘর মুছে বছরের পর বছর কাটিয়েছে তারা। সারাদিন দুটি প্রাণী হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে ছেলেটিকে প্রথম স্কুলে এবং পরে কলেজে পড়িয়েছে তারা। সেই ছেলেটি এখন একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে। ছেলের রোজগারে ভর করেই সম্প্রতি ধীরে

সীমান্ত পাহারায় মহিলা জওয়ান

ধীরে সংসারের বেহাল অবস্থার একটু হাল ফিরেছিল। বাঁশের বেড়া সরে পাঁচ ইঞ্চি দেওয়াল হয়েছে ঘরে। টালি সরে গিয়ে মাথার ওপরে অ্যাসবেসটসের ছাদ হয়েছে। একটা ছোট রঙীন টিভিও এসেছে ঘরে। অস্বস্তির সাজানো ঘরেই মারা গেলেন হাসিখুশী।

শ্মশানে বুড়ির মুখে আগুন দিল নাতি। ডাক্তারের হাতে লেখা ডেথ সার্টিফিকেটটা জমা দিয়ে নাতির হাতে রসিদ গুঁজে দিয়ে শ্মশানের লোকটা বলল 'একমাস পরে পঞ্চায়েত অফিস থেকে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে নেবেন।' কথা শেষ না হতেই নাতি বলে উঠল, ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে কী করব? ঠাকুমার না আছে সম্পত্তি, পেনশনের ব্যাপার নেই, ব্যাঙ্কের খাতাও নেই। ডেথ সার্টিফিকেট ধুয়ে কী জল খাব?

চারিদিকে যখন পুজোর আনন্দে মশগুল সবাই, মাইকে তখনও বিলম্বিত মহিষাসুরমর্দিনীর আওয়াজে মুখরিত চারদিক, তখন নদীর পাড়ে শ্মশানে হাসিখুশীর নশ্বর দেহটা ক্রমেই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। শ্মশানের এক কোণে বসে একটা গল্প শুনিয়েছিল নাতি। মনের মধ্যে জমিয়ে রাখা দীর্ঘদিনের একটা সত্যিকে সেদিন প্রকাশ করল নাতি। হাসিখুশী বুড়ি আসলে তার কেউ নয়। ফলে রক্তের সম্পর্ক বলতে যা বোঝায়, সেটা নেই। সাবেক পূর্ববঙ্গের একই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তার মা আর ওই হাসিখুশী। এই দু'জনেরই বংশে আর কেউ ছিল না। বিপদের মুখে পড়ে দু'জন পরস্পরকে আত্মীয় বানিয়ে সীমান্ত পার হয়ে এসেছিলেন। এপারে একটা লম্বা জীবন এভাবেই কাটিয়ে দিয়েছেন তারা। পাড়া, প্রতিবেশী কেউ কোনোদিনও টের পায় নি যে আসলে তাদের সম্পর্ক শাশুড়ি বৌমা নয়। অথচ এই শাশুড়ি বৌমা-র পরিচয়ে এদেশে তাদের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ডও হয়েছে।

মরে গিয়ে বেঁচে গেলেন বুড়িমা। জীবিতাবস্থায় বুড়ির কাছে কেউ 'সিগ্যাসি ডেটা' চায় নি। প্রশ্নটা হল, এই রাজ্যে অসংখ্য বস্তিতে, উদ্বাস্তু কলোনীতে, অন্ধকার খুপচি কুঠুরিতে, বড় বড় পাইপের ভেতর, শহরের প্রাসাদোপম অট্টালিকার নীচে, রাস্তায়, স্টেশনে এরকম কত হাসিখুশী পাল রয়েছে। তাদের কী হবে? এদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সময় অথবা তার কিছু আগে এবং পরে জীবনরক্ষার তাগিদে সর্বস্ব ত্যাগ করে, ভিটেমাটি ছেড়ে চলে এসেছেন এদেশে। এন আর সি-র ঘন্টা বাজছে। দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রহীনতার নেইরাজ্যের বাসিন্দাদের এবার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হবে। এরা কি নিজেরা জানেন, তাদের পরিচয় কি? কোনটা তাদের দেশ। কি হবে বৈধ উত্তরাধিকারের? হাসিখুশীর মত তাদেরও মরে প্রমাণ করতে হবে, তারা বেঁচে ছিলেন? ঠিক কাদম্বিনীর মতো। ইতিমধ্যেই উত্তর বঙ্গের জনৈক বাসিন্দা পৈতৃক জমিজমার কাগজ খুঁজে না পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তার ডেথ সার্টিফিকেট থেকেই প্রমাণ হবে তিনি আমাদের দেশেরই নাগরিক ছিলেন। কেউ আর তার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না। মানুষটাই রইলো না সেটা বড় কথা নয়, নাগরিকত্ব তো প্রমাণ হল। একটা বলিউডি ছবিতে সুন্দরভাবে প্রশ্নটা তুলে ধরা হয়েছিল। সেখানে এক বিত্তশালী বৃদ্ধের বিষয় সম্পত্তি ভোগ দখল করার জন্য তার আত্মীয়রা তাকে মৃত সাব্যস্ত করে। দখল হয়ে যায় তার সমস্ত সম্পত্তি। উপায়ান্তর না পেয়ে সেই বৃদ্ধ আদালতের শরণাপন্ন হন। বিবাদী পক্ষ আদালতে ডেথ সার্টিফিকেট দাখিল করে কোর্টে। বৃদ্ধ অনেক চেষ্টা করেও প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন যে, তিনি জীবিত। পরে উকিলের পরামর্শে আদালতের ভেতরে গায়ে কেরোসিন তেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন সেই বৃদ্ধ। যেহেতু আত্মহত্যা অপরাধ, তাই বিচারক ওঁকে তিন মাস কারাবাসের আদেশ দিলেন। সরকারি নথিপত্রে 'সাজাপ্রাপ্ত আসামি' হিসেবে ওঁর নাম নথিভুক্ত হল। এবার প্রমাণ হল, তিনি বেঁচে আছেন।

এরাজ্যে তথা দেশের যে সব রাজ্যে এন আর সি চালু হবে, সেখানকার লাখ লাখ মানুষকে কি এবার জেলে, ডিটেনশন ক্যাম্পে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে তাদের বেঁচে থাকার সহজ সরল সত্যটাকে। সসম্মানে বেঁচে থাকার জন্য আর কত সম্মান ধুলায় বিসর্জন দিতে হবে? এতবড় পৃথিবীটা তো মানুষেরই জন্য, তবে মানুষের অস্তিত্বের অধিকারটুকু নিয়ে এসব ছেলেখেলা কেন? এভাবে কিন্তু পৃথিবীতে বেঁচে আছেন অগণিত মানুষ। তাই এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সমস্যা হল শরণার্থী সমস্যা। আসলে আমরা নিজেরাই একেক জন হাসিখুশী পাল। পাঁচিল তুলে, ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করার মধ্যে দিয়েই কি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মানুষকে মুছে দেওয়া সম্ভব? ইতিহাসই এর বিচার করবে।

কবিতা

ব্যক্তিত্ব

অনির্বাণ কর

ব্যক্তিত্বই কাল হল
দুটো জীবন আর এক হল না।
ট্রেনে বাসে রাস্তায় অফিসের করিডোরে
কখনো মুখোমুখি, কখনো পাশাপাশি
না কথা, না হাসি।
তবু ঘাড় ঘোরানো
দূর থেকে চোখাচুখি—
ব্যক্তিত্ব না থাকা খারাপ
বেশি থাকা আরো খারাপ।
বেশি আত্মমর্যাদা সুখের ঘর ভাঙে
সম্পর্কে বাধা
সামাজিক কর্মকাণ্ডেও......

আগন্তুক বর্ণমালা

প্রণব নন্দী

উজ্জ্বতার উচ্ছ্বাসে
ভেসে থাকা মন
রাতের নীলিমায়
বক্ষ আলিঙ্গণে
কল্পনার চোখ মেলে।
বিভ্রান্তির মরীচিকা
অর্থহীন বাস্তবতায়
সম্পর্কে প্রবাস।
পাশ্চাত্যের সভ্যতায়
ঔদ্ধত্যের হাতছানি
সংবিধান অন্যায় অসভ্যতার
অস্পৃশ্য তরঙ্গ।
আকাশ মেঘলা হয়
আসে বৃষ্টি
কান্নার বুকে মলিনতায়।
খান খান হয় স্বপ্ন
আগন্তুক বর্ণমালার
নির্লজ্জ সহবাস।

পত্রলেখা

সুশীল দাস

স্মৃতির আলনায় ধুলো জমেছে অনেকদিন ধরে
সাফ-সুতরো করে একবার তাকাতে ইচ্ছে করে।
দেখতে ইচ্ছে করে ফেলে আসা দিনের ছবি,
ইচ্ছে করে লিখতে চিঠি, পড়বে আমার কবি।
জানতে চাইব কবির কাছে—
তোমার কি 'ইউ-কাট' চুল এখনও আছে?
নাকি হার মেনেছে ইন্দ্রলুপ্তের কাছে।
তোমার সেই লেখার টেবিল, কবির খাতা
আছে তো সব, নাকি হারিয়েছো তা!
সেই বাড়িতেই আছো, নাকি আমার মত ফ্ল্যাটে?
দিন-রাত না জানি তোমার কেমন করে কাটে।
আমার কথাও লিখব তাকে—
আমার কপালে লাল টিপটাই ভালো ছিল,
বিধির বিধানে তা কালো হয়ে গেল।
চুলে পাক ধরেছে, চামড়ায় পড়েছে টান;
তোমার সেই চেনা শরীরটা এখন ভেঙে খানখান।
ছেলেমেয়ে প্রবাসে—সে অনেকদিন,
শুধু 'রমা'-কে নিয়েই কাটছে আমার দিন।
তবুও জানতে ইচ্ছে করে, কেমন আছো তুমি!
মনে হয় আমার মত ভালোই আছো
কিংবা তোমার মত আমি।

স্টেডিয়াম

বি সি সি আই-এর সভাপতি পদে সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি-জগমোহন ডাল মিয়ার পরে বাংলা থেকে ক্রিকেট বোর্ডের সর্বময় কর্তা হলেন সৌরভ

নতুন বোর্ড সভাপতি

গঙ্গোপাধ্যায়। আগামী দশ মাসের জন্য বোর্ড প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি এবং তারপরে তিন বছরের বাধ্যতামূলক 'কুলিং অফে' চলে যেতে হবে। আপাতত দশ মাসের জন্য ক্রিজে থাকছেন সৌরভ। অধিনায়ক হিসেবে যার হাত ধরে ম্যাচ গড়াপেটার পরিবেশ থেকে দূরে সরে যেতে পেরেছিল ভারতীয় ক্রিকেট, তিনিই এবার বোর্ডের নতুন রাজা। সৌরভ গাঙ্গুলি যে হারতে হারতেও জিতলেন আর শ্রী নি সমর্থিত ব্রিজেশ যে জিততে জিততেও হারলেন, এতে বোধ হয় ক্রিকেটেরই জিৎ হল। এবার জল্পনা শুরু হয়েছে সি এ বি-র প্রেসিডেন্ট কে হবেন? আলোচনায় উঠে আসছে অভিষেক ডালমিয়া, বাবলু কোলে এবং স্নেহাশিষ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম।

নতুন পদক্ষেপ

সিডনি-মহিলা ক্রিকেটারদের বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটির ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড। খেলার মধ্যে যদি কোনও ক্রিকেটার অন্তঃসত্ত্বা হন, তাকেও বেতনসহ তিন সপ্তাহের ছুটি দেওয়া হবে। আলিসা হিলি বলেছেন, "মহিলাদের ক্রিকেটে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হল।"

প্রথম জয় আই এস এলে

নিজস্ব প্রতিনিধি-আই এস এলের প্রথম ম্যাচেই জয় পেল ঝাড়খণ্ডের দল জামশেদপুর এফ সি। তারা হারাল ওড়িশা এফ সি-কে। যে দলের আগে নাম ছিল দিল্লি ডায়নামোস। ম্যাচের ফল জামশেদপুরের পক্ষে ২-১। বল বাঁচাতে গিয়ে ওড়িশা এফ সি-র স্টপার আত্মঘাতী গোল করে বসেন। পিছিয়ে গিয়েও গোল শোধ করার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালায় ওড়িশা এফ সি। জামশেদপুর এফ সি-র জয়সূচক গোলটি করেন সের্গিয়ো কাস্তেল। আই এস এল সিরিজ যত এগোচ্ছে, ততই খেলার মান বাড়ছে। এবার কারা শীর্ষস্থান দখল করবে তা নিয়ে এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে বাজি রাখা।

ফুচকাওয়ালার বিশ্বরেকর্ড

মুম্বই-কখনও আজাদ ময়দানে ফুচকা বিক্রি করা, সারাদিন অনাহারে থেকে রাতে মাঠের তাঁবুতে ঘুমানো। এভাবে ছ'বছর লড়াই করার পরেও হাল

ছাড়েনি যশস্বী জয়সওয়াল। বিজয় হাজারে ট্রফিতে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে ১৭ বছরের এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান ডাবল সেঞ্চুরি করে বিশ্বরেকর্ডের বইতে জায়গা করে নিয়েছে। ১৫৪ বলে ২০৩ রান করার সুবাদে মুম্বইয়ের রান হয় ৩৫৮। জবাবে ঝাড়খণ্ডের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৩১৯ রানে। ইতিমধ্যেই দুটো সেঞ্চুরি করে ফেলেছে যশস্বী। এর আগে এই রেকর্ড ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যালান বরোর।

সোনার বুট মেসির

লন্ডন-মোট ছ'বার এবং টানা তিনবার ইউরোপীয় গোল্ডেন বুট পুরস্কার পেলেন লিওনেল মেসি। ইউরোপের সর্বোচ্চ স্কোরার হিসেবে এই পুরস্কার। লা-লিগাতে মেসির এবার ৩৬ গোল। এদিন মঞ্চে সপরিবারে হাজির ছিলেন মেসি। মেসির পরেই নাম রয়েছে ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপের। তিনি বলেন, 'চ্যাম্পিয়নস লিগ বরাবরই স্পেশাল। জিতলে সবার ভাল লাগে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য লা লিগাতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

বর্ণবৈষম্যে তোলপাড়

সোফিয়া-ফুটবল মাঠে বর্ণবৈষম্যের জেরে উত্তাল বুলগেরিয়ার অন্যতম শহর সোফিয়া। বুলগেরিয়াতে ফুটবল সংস্থার অফিসে পুলিশ হানা দিয়েছে। ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচে দুবার রেফারিকে খেলা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। দেশের কলঙ্কে স্থানীয় টিভি স্টেশনে সাক্ষাৎকারের সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন কিংবদন্তি ফুটবলার

স্তইচকভ। ইউরোপিয়ান ফুটবলে এখন বড় রোগ বর্ণবৈষম্য। উয়েফার প্রস্তাব দেশের প্রশাসন এগিয়ে না এলে কোনওভাবেই এ রোগ নির্মূল করা সম্ভব নয়।

ভনের পরামর্শ

রাঁচি-ভারতের কাছে টেস্ট সিরিজে শোচনীয় হারের পর চিন্তিত ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন। তিনি জানিয়েছেন, প্রাক্তন ক্রিকেটার মার্ক বাউচারকে কোচের দায়িত্বে নিয়ে এলে উপকৃত হবে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট। তাঁর মতে, 'আমি মনে করি বাউচারকে কোচের দায়িত্ব দিলে এই ছবিটা পাল্টাবে। দক্ষিণ আফ্রিকা তার সুনাম রেখে ক্রিকেট খেলতে পারছে না-এটা সত্যি কথা। সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে টেস্ট সিরিজ থেকে শুরু করে বাকি খেলাগুলোতে দক্ষিণ আফ্রিকার পারফরম্যান্স অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। দেশের মানুষ তাদের চূড়ান্ত সমালোচনা করছে। এই অবস্থায় ঘুরে দাঁড়াতে হবে তাদের।

ভারতের ইনিংস জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি-দক্ষিণ আফ্রিকাকে এক ইনিংস ও ২০২ রানে হারিয়ে ৩-০ ফলে সিরিজ জিতে নিল ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ২৪০ পয়েন্ট হল ভারতের। ঘরের মাঠে ১১টি সিরিজ জিতল ভারত। এটা বিশ্বরেকর্ড। সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের অধিনায়ক কোহলি বলেন, 'আমরা যদি সঠিকভাবে পরিশ্রম করি, তাহলে ফল ভাল হবে। ম্যাচ এবং সিরিজে সেরা হয়েছেন রোহিত শর্মা। কোচ রবি শাস্ত্রী জানান, 'এই সিরিজে অসাধারণ অবদান রেখেছেন রোহিত। টিম ছন্দে থাকলে ফেরারি গাড়ির মত ছোটে।'

মান বাঁচল ভারতের

ভারতীয় ফুটবল টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি-যুবভারতীতে ১৫ অক্টোবর প্রি ওয়ার্ল্ড কাপের গ্রুপ লিগের ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত নিশ্চিত হার বাঁচিয়ে ১-১ করল আদিলের জন্যই। এই আদিলই দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের জীবনের শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বাঁচিয়ে ভারতকে দ্বিতীয় গোল খাওয়ার হাত থেকে বাঁচালেন আর খেলার ৮৮ মিনিটে ব্রান্ডনের কর্নার থেকে তাঁর হেডের দুরন্ত গোলেই ভারত ম্যাচ ড্র করতে পেরেছে। এই গোলটি না হলে ভারতের কাতার বিশ্বকাপে খেলার সব আশাই শেষ হয়ে যেত। সেকারণেই ম্যাচের সেরা হয়েছেন আদিল। ভারতের গোলকিপার গুরপ্রীত সিং-এর সামান্য ভুলেই ভারতকে গোল খেতে হয়েছে। তার ভুলের জন্য বাংলাদেশের সাদউদ্দিন গোল পেয়ে যায়। খেলার পর ভারতের কোচ ইগর স্টিমাচ বলেন, 'এমন গোল খাওয়া হজম করতে পারছি না।' বিদেশি কোচদের হাতে ভারতীয় ফুটবলের অনেক কিছু বদলেছে কিন্তু ডিফেন্সের দুর্বলতা রয়েই গেছে। বাজে গোল খাওয়াটা ভারতীয় টিমের কাছে একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুরন্ত বাইলস

সোনার মেয়ে বাইলসের জিমন্যাস্ট প্রদর্শন

স্টুটগার্ট-জিমন্যাস্টিক্সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে মার্কিন তারকা সিমোন বাইলস সর্বাধিক পদক জয়ের দুরন্ত রেকর্ড গড়লেন। ভেঙে দিয়েছেন বেলারুশের পুরুষ জিমন্যাস্ট ভিতালি শেরবোর ২৩টি পদক জয়ের নজির। সিমোন জিতেছেন মোট ২৫টি পদক। তাঁর সতীর্থ যুক্তরাষ্ট্রের সানিসা লি পান রুপো এবং ব্রোঞ্জ জেতেন রাশিয়ার অ্যাঞ্জেলিনা মেলনিকোভা। সিমোনের ২৫টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পদকের মধ্যে ১৯টি সোনা। স্টুটগার্টে সিমোন জিতেছেন পাঁচটি সোনা।

সোনা অধরা মেরিকমের

রাশিয়া-এবার বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে ভারতের মেরিকম শেষ পর্যন্ত সোনার পদক জয় থেকে সরে গিয়ে ব্রোঞ্জ পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলেন। এবারের চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে চার ভারতীয় বক্সার পদক পেলেন। তাঁরা হলেন যমুনা, মঞ্জু (রুপো), মেরিকম এবং লাভলিনা (ব্রোঞ্জ) মেয়েদের বিশ্ব বক্সিংয়ে ভারতীয়দের মধ্যে ফাইনালে উঠেছিলেন একমাত্র মঞ্জু। মেরিকম (৫২ কেজি), যমুনা বোরো (৫৪ কেজি) এবং লাভলিনা বর্গোহাই (৬৯ কেজি), তিনজনই ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

তালুতে বন্দি উইকেট

দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থদিনে উমেশ যাদবের বলে ঋদ্ধিমানের হাতে ক্যাচ আউট হন ক্রিকেটার ডেন পিডট। অবিশ্বাস্য এই ক্যাচে মুগ্ধ ক্রিকেট বিশ্ব।

শারদবসরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কর্মসূচীর কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

দেবীপক্ষে মঙ্গল পুজো অনুষ্ঠানে 'মহেষ এল দুর্গা' নাটিকাটি মঞ্চস্থ করছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কলাকুশলীরা। নিজস্ব চিত্র

বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সেরাম শারদসম্মান-২০১৯-এর সঙ্গে যুক্ত অভ্যাগতদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। নিজস্ব চিত্র

বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে পণ্ডিত স্বপন সেনের সঙ্গে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

কলকাতা পূর্বে সেরা পরিবেশ সচেতন পার্কের কর্মকর্তাদের পুরস্কার প্রদান। নিজস্ব চিত্র

কলকাতা পশ্চিমের সেরা প্রতিমার পুরস্কার বিজয়ী বেহালা ক্লাবের কর্মকর্তাদের পুরস্কার প্রদান। নিজস্ব চিত্র

চেতলা অগ্রণী, কলকাতা পশ্চিমের সেরা পুজোর পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে সেরাম শারদসম্মান ২০১৯ -এর পক্ষ থেকে। নিজস্ব চিত্র

লক্ষ্মীপাড়া সার্বজনীন, কলকাতা উত্তরের অন্তরায়ে সেরা পুজোর পুরস্কার প্রদান। নিজস্ব চিত্র

দক্ষিণের সেরা পুজো হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের কর্মকর্তাদের পুরস্কার প্রদান। নিজস্ব চিত্র

সেরাম শারদ বরণ ২০১৯-এর হাওড়ার সেরা পুজোর সম্মান বাঁটরা নবীন সংঘের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সাত্ত্বানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি, ৬) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৭) শৈলেন পাল, ৮) মালঞ্চ সাহা, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) অমল বোস, ১১) এস এস চন্দ, ১২) রবী মণ্ডল, ১৩) গোপাল সাহা, ১৪) আশীষ ভট্টাচার্য, ১৫) ববিতা দাস, ১৬) সুদীপা কর্মকার, ১৭) তপন ব্যানার্জি, ১৮) অশোক পাল, ১৯) আলোকনা সিকদার, ২০) প্রদীপ পাত্র, ২১) সৈকত মিত্র, ২২) সোনালি বিশ্বাস, ২৩) সঞ্জয় সাহা, ২৪) পার্থ দাস, ২৫) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৬) সন্দীপ মিত্র, ২৭) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৮) রিঙ্কা বিশ্বাস, ২৯) অভিষেক কুমার মিত্র, ৩০) কানন কুমার মণ্ডল, ৩১) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩২) অদিতি মণ্ডল, ৩৩) নূপুর চ্যাটার্জি, ৩৪) রবিতা মিত্র, ৩৫) শুভ চ্যাটার্জি, ৩৬) দেবাশীষ দাস, ৩৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৮) অদিতি বসু, ৩৯) নমিতা পাল, ৪০) মধু শেঠ, ৪১) মধুমিতা পাত্র, ৪২) অরবিন্দ নন্দী, ৪৩) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪৪) পুলক শূর, ৪৫) রত্না রায়, ৪৬) ডা. পি. কর্মকার, ৪৭) তপন ঘোষ, ৪৮) তাপস ব্যানার্জি, ৪৯) প্রীতেশ ঘোষ, ৫০) অমিতাভ সিনহা, ৫১) মিম্পি রায়, ৫২) মৌমিতা ঘোষ, ৫৩) কাশীনাথ চন্দ্র (ইসলোক) ৫৪) শুভময় কুণ্ডু ৫৫) রেশমি নায়েক।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.